

লিখা না লিখা এবং মুখোশ

নন্দিনী হোসেন

ভিন্নমতে রুদ্রের লিখাটি পড়ে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম রুদ্রের লিখার জবাবে দু’একটি কথা লিখব। কিন্তু তার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর ই একটা ধাক্কা খেলাম মনের মধ্যে! সদালাপে দেখতে পেলাম কে একজন ‘নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক’ ব্যক্তি লিখেছেন রুদ্র নাকি আসলে অভিজিৎ রায়! কি আশ্চর্য! পড়ার সাথে সাথেই আমার আবেগের বেলুনে মনে হল কে যেন সূঁচ ঢুকিয়ে দিয়েছে অতি নির্দয় ভাবে!

এ তো মহা গ্যারাকলে পরা গেল দেখছি! রুদ্রের লিখা পড়ে, আমি যা যা লিখব ভাবছিলাম, এখন রুদ্র না হয়ে তা যদি অভিজিৎ রায়ের লিখা হয়ে থাকে-তাহলে আমার আর কিছুই না লিখে চুপ করে থাকাই ছিল উত্তম। তবে সমস্যা হয়েছে নিজের মন কে নিয়ে! আমি যে মানতে পারছি না, রুদ্র, রুদ্র ছাড়া অন্য কেউ!!! যাই হোক আমি আমার লিখা টি রুদ্রের লিখার জবাব ভেবে নিয়েই লিখছি!

রুদ্র লিখেছেন, লিখে কি হবে, দেশের কোন উন্নতি তো আমরা করতে পারব না, ‘খামকা ক্যাচাক্যাচি ছারা’। লিখে সত্যি আজকাল কোন উন্নতি করা যায় কি না এ ব্যাপারে আমার নিজের ও সন্দেহ আছে। বিশেষ করে আমাদের দেশের মত দেশে। প্রতিদিন ত আর কম কিছু লিখা হচ্ছে না। দেশের পত্র-পত্রিকায় এত সব নামি দামি লেখকদের ঝুড়ি ঝুড়ি লিখা বের হয়, কিন্তু তাতে সরকারের বা দেশের নীতি-নির্ধারণ করা কেউ কান দেন বলে তো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না! তবে তারপর ও আমি বলব জনমত গঠনে লিখার একটা বিরাট ভূমিকা থাকে বলেই আমার ধারণা। আর রুদ্রের ভাষায় ক্যাচাক্যাচি করে যে কিছু হয় না তা ত আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে ক্যাচাক্যাচি থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করি। পারতপক্ষে কারো লিখার বিষয়ে কিছু লিখতে চাই না। প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে তার মতামত প্রকাশে, এটা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু গুল টা বাধে তখন ই, যখন কেউ নিজের মতামত তা অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চান। রুদ্রের লিখায় আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে আমার উপর, আমি নাকি সেতারা হাশেমের সাথে ঘোট পাকিয়ে ভিন্নমত থেকে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম! কথা টি আসলে সত্যি নয়। আমি কোন ঘোট পাকানোতে নেই। তবে অনেকের লিখা পড়ে মনে হত, লিখা ত নয়, যেন একজন অন্যজনের উপর খড়া হাতে উদ্যত! ভাষার যে ধরনের প্রয়োগ প্রতিপক্ষের প্রতি অনেকের লিখায় দেখতাম, তা দেখে শুনে কিছু প্রতিবাদ না করে পারিনি তখন! কোন ব্যক্তি বিশেষ কে ঘোট পাকিয়ে তাড়ানোর সামান্যতম কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না বা নেই।

কিছু দিন দেখেছিলাম অনেকের লিখার মধ্যে এসব পরিহার করার একটা সচেতন প্রয়াস। আনন্দিত হয়েছিলাম তাতে। কিন্তু মানুষের স্বভাব মনে হয় এমনি এক জিনিষ, তা সহজে ছাড়া যায় না! এ নিয়ে ত অনেক প্রবাদ ও আছে! প্রবাদ গুলো যে কত খাঁটি, তা আরেকবার আমার কাছে প্রমানিত হল। বিশেষ করে যখন দেখি, কিছু প্রবীণ, জ্ঞানী এবং আমাদের অনেকের শ্রদ্ধেয় মানুষেরা কি অবলীলায় প্রতিপক্ষের লিখার জবাব দিতে গিয়ে শব্দ প্রয়োগে মাত্রা জ্ঞানের খেই হারিয়ে ফেলেন, তখন বিস্মিত না হয়ে পারি না! অনেক পাঠক ই আমার সাথে একমত হবেন এ ব্যাপারে, যে এ ধরনের লিখা পড়লে, তা বিষয় বস্তু যতই ভাল হোক না কেন, তা অন্তঃসার শূন্য হতে বাধ্য! পড়লে মনে হবে আমরা কারো ব্যক্তিগত রেষা-রেষির ফিরিস্তি পড়ছি! কে কি জন্য মানষিক রুগি হয়ে পরেছেন, কার বাড়ির হাড়ির খবর কি, কোন উন্মুক্ত ফোরামের বিষয়বস্তু নিশ্চয় তা হতে পারে না। ব্যক্তিগত পত্রা-লাপে কেউ কাউকে যত ইচ্ছা গালাগালি করুন, পাঠকদের তাতে কোন আপত্তি নেই। তাতে দু’পক্ষের ই লাভ। যেমন, যাকে উদ্দেশ্য করে লিখা হয়, শুধু সেই জানবে, তাতে করে ইচ্ছা মত তার

চৌদ্দগুণ্টি উদ্ধার করতে সুবিধা। আর পাঠকদের লাভ হচ্ছে ডিবেটের নামে এসব ব্যক্তিগত কুৎসা তাদের হজম করতে হবে না !

এবার অভিজিৎ রায়ের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত কিছু উপলব্ধির কথা বলে আমার লিখা টি শেষ করব। আমার মনে হয়েছে এই ভদ্রলোকের যত সমস্যা তাঁর নাম নিয়ে ! তিনি যতই গলা ফাটিয়ে নিজেকে হিন্দু নয় নাস্তিক বলুন না কেন ভবি তাতে ভুলবে না ! ইসলাম ধর্মীয়রা তাঁকে হিন্দু বানাবেন ই পণ করেছেন ! যতই মোসলমান নামধারী মানুষেরা ইসলামের বিরুদ্ধে লিখুন না কেন, কিন্তু মোসলমানদের চোঁখ সব সময় অভিজিৎ রায়ের নামই খুঁজে ফিরবে সবার মধ্যে। সব জায়গায়, সবার লিখার মধ্যেই অভিজিৎ কে তাদের পাওয়া চাইই চাই !

কল্যান হোক সবার

১লা জুন ২০০৪

nondinihussain@yahoo.co.uk